

সম্পাদকীয়

মিচিগানে এআই ডেটা সেন্টার নির্মাণে বাধা দিচ্ছেন সাধারণ মানুষরা। সেনিয়ে ইউএস-ইরান যুদ্ধের মধ্যেও বেশ কিছু খবর সামনে আসছে। একটু তলিয়ে দেখা প্রয়োজন এই বাধার কারণ ঠিক কী! চ্যাট জিপটির মতো লার্জ ল্যান্ডুয়েজ মডেলগুলির সমস্ত অপারেশন নির্ভর করে এই ডেটা সেন্টারগুলির ওপরে। প্রতি মুহূর্তে আমরা বিপুল পরিমাণ তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে পেয়ে থাকি অথবা শেয়ার করি। প্রদত্ত এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই লার্জ ল্যান্ডুয়েজ মডেলগুলি চালানো হয়। মডেলগুলির প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজন পড়ে ডেটা সেন্টারের। বিপুল তথ্যের সংরক্ষণের জন্যই ডেটা সেন্টারের প্রয়োজন। সহজ ভাষায় বললে, আগামী অর্থনীতিতে যদি এআইকে অপরিশোধিত তেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে ডেটা সেন্টারগুলি একে একটি তৈল শোধনাগারের কাজ করে। এই তথ্য শোধনাগারগুলি চালাতে প্রয়োজন বিপুল বিদ্যুৎ ও জলের। মিচিগানের মতো একটি স্টেটের পক্ষে এই সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব বলেই, গুগল, মেটার মতো সংস্থাগুলি বিপুল অর্থব্যয়ে সেখানে ডেটা সেন্টার গড়ে তুলতে আগ্রহী।

কিন্তু এখানে একটি তথ্যগত ভ্রান্তি পরিষ্কার করা আশু প্রয়োজন। বর্তমানে গোটা বিশ্বে এআই প্রযুক্তিতে চীন অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। বলা ভালো এই অগ্রগতি আমেরিকার তুলনায় বহুগুণ বেশি। ইতিমধ্যেই ইরানযুদ্ধের পটভূমিকায় আমেরিকা এআই চালিত যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল হয়েছে। ফলে চীনা প্রযুক্তির অগ্রগতির সমতুল্যে

পৌঁছানোর তাগিদ এই মুহূর্তে আমেরিকাকে তাড়া করছে। তথ্য শোধনাগার বা ডেটা সেন্টার তৈরির পটভূমি যদি আগামীতে না হয়, সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কোনও যুদ্ধের অবতারণায় চীন, আমেরিকাকে বলে বলে গোল দিতে পারে বলেই ওয়াশিংটনের রক্ষণশীলদের একাংশের অভিমত। এমনিতেই আর্থিক চাপ, তারসঙ্গে দোসর চীনা অগ্রগতি আমেরিকার জুকুটির জন্য যথেষ্টই। ঠিক সেই মুহূর্তেই মিচিগানে ডেটা সেন্টারের বিরোধিতায় লোক ক্ষ্যাপানোর কাজ শুরু করেছে চীনাপন্থী আমেরিকানদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যদি ভারতের অবস্থান বিশ্লেষণ করা যায়, তবে ইতিমধ্যেই গুগল, মেটা, ওপেন এআইয়ের মতো সংস্থাগুলি ডেটা সেন্টার বানাতে আগ্রহী হয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু সমঝোতা স্মারকও সাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু মিচিগানসুলভ কোনও ঘটনা এই মুহূর্তে ঘটেনি। তবে ভবিষ্যতে পরিবেশের দোহাই দিয়ে স্বঘোষিত কিছু আন্দোলনজীবী ও পরিবেশবিদ ডেটা সেন্টারের আঁচ পেলেই নেমে পড়বেন মাঠেময়দানে এ বলাই বাহুল্য। অথচ আগামীর যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। চীন যেখানে যুদ্ধাস্ত্রে অটোমেশনের দিকে এগোচ্ছে, সেখানে অসংরক্ষিত প্রতিবেশি হিসেবে ভারতের উচিত আরও দ্রুত ডেটা সেন্টারগুলির সংস্থাপনে গুরুত্ব দেওয়া। চীনাপন্থীরা মিচিগানের দোহাই দিয়ে সলতে পাকানোর কাজ শুরু করেছেন। এখন দেখার, ভারত সরকার কীভাবে এই সমস্যাকে প্রতিহত করে দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

রাষ্ট্রসংঘে সংস্কারের দাবি

নিরাপত্তা পরিষদের অচলাবস্থায় ক্ষুব্ধ নয়াদিল্লি

১৬ জুলাই : বিশ্বজুড়ে চলা দুটি বড় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা কার্যত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। শান্তি স্থাপনে যে অভিমুখ নেওয়া প্রয়োজন, তা রাষ্ট্রসংঘ নিতে পারেনি এখনও। এই অবস্থায় রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোগত সংস্কারের দাবি আরও জোরালো করল ভারত। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত হরিশ পার্বতেনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাত মোকাবিলায় নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতা বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট করেছে। ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে।

“ভবিষ্যতের উপযোগী বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমসাময়িক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতে হবে,”— ‘মেকিং মাল্টিল্যাটারালিজম ফিট ফর দ্য ফিউচার’ শীর্ষক মন্তব্যসূত্রীয় গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন পার্বতেনি।

ভারতের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের প্রকৃত সংস্কার শুরু হতে হবে নিরাপত্তা পরিষদের পুনর্গঠনের মাধ্যমে। একই সঙ্গে সাধারণ পরিষদকে আরও সক্রিয় করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক)-এর ভূমিকা শক্তিশালী করার ওপরও জোর দিয়েছে নয়াদিল্লি। ভারতের মতে, টেকসই উন্নয়নের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দিকগুলি সুনিশ্চিত করতে ইকোসকের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ভারতের রাষ্ট্রদূত বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে সংঘাতের আবহে রাষ্ট্রসংঘের কার্যকর হস্তক্ষেপের অভাব সংস্থাটির ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে মানবিক সংকট নিরসনে নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতা রাষ্ট্রসংঘের মূল উদ্দেশ্য— আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা—নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে।

পার্বতেনির অভিযোগ, নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান কাঠামো প্রায় আশি বছর আগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতির ভিত্তিতে তৈরি

হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা মোকাবিলার জন্য সেই কাঠামো আর উপযুক্ত নয়। তাঁর কথায়, “চল্লিশের দশকের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে ওঠা একটি কাঠামো একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে না।” তিনি আরও বলেন, আন্তঃসরকারি আলোচনার (আইজিএন) কাঠামোর মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চললেও তা কার্যত প্রস্তুত বিবৃতি পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। বাস্তবিক কোনও অগ্রগতি হয়নি। ‘প্যাস্ট ফর দ্য ফিউচার’-এর ৩৯ থেকে ৪১ নম্বর কর্মসূচি, যেগুলি নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত, সেগুলিও এখনও কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ ভারতের।

এই পরিস্থিতিকে “অগ্রহণযোগ্য” বলে উল্লেখ করে পার্বতেনি সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে শুধুমাত্র পদ্ধতিগত আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি জানান, আন্তঃসরকারি আলোচনার খসড়া প্রণয়ন নিয়েও ভারতের আপত্তি ছিল। কারণ, সংশ্লিষ্ট সুপারিশগুলি ‘প্যাস্ট’-এর সহ-সমন্বয়কারীদের পরিবর্তে তৎকালীন আইজিএন সহ-সভাপতিদের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল। তবুও গঠনমূলক মনোভাব থেকে ভারত এই উদ্যোগকে সমর্থন করেছিল। রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তনের দাবিও তোলে ভারত। উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রয়োজন মেটাতে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক, জবাবদিহিমূলক এবং উন্নয়নমুখী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ভারতের মতে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত, শাস্ত্রীয় এবং নির্ভরযোগ্য অর্থায়ন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

বক্তব্যের শেষে পার্বতেনি পুনরায় জানান, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত সংস্কারের পক্ষে ভারত ভবিষ্যতেও সর্বব থাকবে। তাঁর কথায়, “আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হবে।”

এক বছরে ৩৮৬টি উন্নত ফসল উদ্ভাবন

১৬ জুলাই : কৃষিনির্ভর, জলবায়ু-সহনশীল এবং বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্য পূরণের অঙ্গীকার নিয়ে বুধবার নয়াদিল্লিতে ৯৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (আইসিএআর)। ১৯২৮ সালের ১৬ জুলাই প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা গত প্রায় এক শতাব্দী ধরে দেশের কৃষি গবেষণা, কৃষিশিক্ষা ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ উন্নয়নমন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং, কৃষি প্রতিমন্ত্রী ভাগীরথ চৌধুরী, কৃষি প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর, পশুপালন প্রতিমন্ত্রী এস.পি. সিং বাঘেল, নীতি আয়োগের সদস্য কে.ভি. রাজু-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিবরাজ সিং চৌহান আইসিএআর-কে ভারতের কৃষি বিপ্লবের অন্যতম পথপ্রদর্শক বলে উল্লেখ করেন।

পশুপালন ও দুগ্ধ উন্নয়ন দফতর এবং আইসিএআরের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এই সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করবে। অনুষ্ঠানে আইসিএআরের মহাপরিচালক এম.এল. জাত গত এক বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি জানান, ফসল, উদ্যানপালন, পশুপালন এবং মৎস্যচাষে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত অর্থনৈতিক মূল্য সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র কৃষি গবেষণার অবদান প্রায় ৫৫ হাজার কোটি টাকা। তিনি আরও জানান, আইসিএআরের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সরাসরি প্রায় এক কোটি কৃষকের কাছে পৌঁছেছে। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক

বহুগামীতা রোধে পদক্ষেপ অসমে

১৬ জুলাই : বহুগামীতা বা পলিগ্যামি রোধে একাধিক কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটছে অসম সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে যাঁরা বহুগামীতায় জড়িত থাকবেন, তাঁরা কোনও সরকারি প্রকল্প বা কল্যাণমূলক সুবিধা পাবেন না। পাশাপাশি, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও কঠোর অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী, কোনও সরকারি কর্মী বহুগামীতায় জড়িত বলে প্রমাণিত হলে তাঁর চাকরিও বাতিল হতে পারে। এছাড়া, অসম বিধানসভা সম্প্রতি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পাস করেছে। এই আইনের মাধ্যমে রাজ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি বিবাহ ও লিভ-ইন সম্পর্কের নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বর্ণপরিচয়

প্রথম পাতার পরে

কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভা প্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা সংস্কার ও অবৈধ দখলদারি উচ্ছেদের কাজ শুরু করেছে। প্রস্তাবিত এই আধুনিক বাজার কমপ্লেক্সে এক ছাদের নিচে স্থান পাবেন কলেজ স্ট্রিটের বই বিক্রেতারা। পাশাপাশি থাকবে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা, আধুনিক অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো, বই সংরক্ষণের বিশেষ জায়গা, পাঠকদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠাগার, ক্যাফেটেরিয়া, ফুড কোর্ট এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিটোরিয়াম। শুধু নতুন ভবন নির্মাণই নয়, কলেজ স্ট্রিটের আশপাশের এলাকাতেও একাধিক নাগরিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো হবে। নিকশিৎ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, উন্নত আলোকসজ্জা, গ্রানাইট পাথরের ফুটপাথ নির্মাণ-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে এই আধুনিকীকরণের মধ্যেও ভারতের বৃহত্তম পুরানো বইয়ের বাজার হিসেবে কলেজ স্ট্রিটের ঐতিহাসিক পরিচয় ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের মতে, ‘বর্ণপরিচয়’ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন বই বিক্রেতারা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাবেন, তেমনই পাঠক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্যও আরও উন্নত পরিবেশ তৈরি হবে। একই সঙ্গে, কলকাতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম কেন্দ্র কলেজ স্ট্রিট নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

দাবি রাজনাথের

প্রথম পাতার পরে

তাঁর কথায়, “আজ যে পরিকাঠামো আমরা তৈরি করছি, তা আগামী এক বা দুই শতাব্দীর ভারতীয় সভ্যতার রূপরেখা নির্ধারণ করবে।” পরিকাঠামো উন্নয়নকে শুধু সরকারের দায়িত্ব হিসেবে না দেখে, একে সম্মিলিত উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী। শিল্পক্ষেত্রেও নতুন উদ্ভাবনে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে গবেষণায়, প্রকৌশলীদের নতুন সমাধান তৈরিতে এবং প্রশাসনকে দ্রুত বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার আবেদন জানান তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিহারও-র মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরপাল সিং বলেন, বর্তমান সময়ে কোনও দেশের কৌশলগত সক্ষমতা শুধু কতটা পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে না; বরং পরিকল্পনা, বাস্তবায়নের গতি, পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দক্ষতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, বিহারও বর্তমানে প্রযুক্তি, নির্মাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত উদ্ভাবন এবং প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে

নিজেদের আধুনিকীকরণের পথে এগোচ্ছে। অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিং বিভিন্ন বিআরও প্রকল্পকে সম্মানিত করেন। পাশাপাশি প্রকল্প পরিচালনা ও নিয়োগ সংক্রান্ত দুটি ডিজিটাল করবে।” গ্ল্যাটফর্মেরও উদ্বোধন করেন। বিআরও-র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সাফল্যের দলিল হিসেবে ‘পথ প্রদর্শক’, ‘উঁচি সড়কে’ এবং ‘পথ বিকাশ’ নামে তিনটি প্রকাশনাও প্রকাশ করেন তিনি। এছাড়াও বিহারও-র কর্মীদের আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সংস্থার নতুন সংগীতও প্রকাশ করা হয়। ১৫ জুলাই শুরু হওয়া এই দুই দিনের কনক্লেভে সামরিক নেতৃত্ব, নীতিনির্ধারণক, পরিকাঠামো বিশেষজ্ঞ, শিল্পপতি এবং প্রযুক্তি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। ‘প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও দক্ষ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি’—এই মূল ভাবনাকে সামনে রেখে সীমান্ত অঞ্চলে ভবিষ্যতের কৌশলগত পরিকাঠামো নির্মাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

টেক খাতে বিনিয়োগ

১৬ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ‘মোবাইল ফোন ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিম’-এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য মোট ৬২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ‘সেমিকন ২.০’ প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে। ভারতের সেমিকন্ডাক্টর নকশা ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এই প্রকল্পে মোট ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, ‘সেমিকন ১.০’-এর সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভারতকে বিশ্বের অন্যতম সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করাই মূল লক্ষ্য।

কমিষ্কা

শমিত



মাসির বাড়ি

(আগামী সংখ্যায়)